

া সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ১২৬৯

৫/ মসজিদ ও সালাতের স্থান (كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَة) পরিচেছদঃ ৩১. পাঁচ ফরয সালাতের সময়

باب أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

আরবী

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيهِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا _ قَالَ _ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ مُعْضًا ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالْعُصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمْرَهُ الْقَوْمُ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمْرَهُ الْقَقَامَ بِالْمُعْرِبِ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمْرَهُ الْقَقَامَ بِالْمُعْرِبِ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخْرَ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخْرَ الْعَصْرَ حَتَى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخْرَ الْعُصْرِ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخْرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ الشَّوْلِ لَقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخْرَ الْمُعْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخْرَ الْمَعْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّقَقِ ثُمَّ أَحْرَ الْعَضَى عَنَى كَانَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخْرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَحْرَدُ اللَّالِ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْأَولُ الْمُعْرِبَ حَتَى كَانَ عَنْدَ سُولُوطِ الشَّقَقَ ثُمَّ أَصْرَابً لَاللَّيْلُ اللَّيْلُ اللَّيْلُ الْأَولُ الْمُعْرِبَ عَدَعَا السَّائِلُ لَوْقَالَ " الْوَقْتَ بَيْنَ هَذَيْنِ " .

বাংলা

১২৬৯। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র (রহঃ) ... আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক প্রশ্নকারী এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তখন তার কোনও উত্তর দিলেন না। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, তারপর ফজর আদায় করলেন যখন ফজরের ওয়াক্ত (মাত্র) প্রতিভাত হল। আর লোকেরা (অন্ধকারের জন্য) একে অন্যকে চিনতে পারছিল না। তারপর তাকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি যুহররের ইকামাত দিলেন সূর্য হেলামাত্র। তখন কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে, এখন দুপুর হয়েছে মাত্র। অথচ তিনি তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি আসরের ইকামাত দিলেন সূর্য তখনও উপরেই ছিল। তারপর তাকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি মাগরিব আদায় করলেন সূর্য অস্ত যাওয়ামাত্র। তারপর তাকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি



এশার ইকামাত দিলেন শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পর।

এর পরের দিন ফজরের সালাত বিলম্বিত করলেন এমন কি সালাত শেষ করার পর কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে, সূর্য উঠে গেছে কিংবা প্রায় উঠে উঠে। তারপর যুহর দেরী করে আদায় করলেন গত দিনের আসরের ওয়াক্তের কাছাকাছি সময়ে। তারপর আসর এতখানি দেরী করে আদায় করলেন যাতে সালাতশেষে লোকেরা বলছিল যে, সূর্য লাল হয়ে গিয়েছে। তারপর মাগরিবে এতখানি দেরী করলেন যে, শাফাক গায়েব হওয়ার কাছাকাছি সময় এসে গেল। তারপর এশা রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর ভোর হলে প্রশ্নকারীকে ডেকে বললেন, ওয়াক্ত এই সীমার মধ্যবতী।

English

Abu Musa narrated on the authority of his father that a person came to the Messenger of Allah (ﷺ) for inquiring about the times of prayers. He (the Holy Prophet) gave him no reply (because he wanted to explain to him the times by practically observing these prayers). He then said the morning player when it was daybreak, but the people could hardly recognise one another. He then commanded and the Igama for the noon prayer was pronounced when the tan had passed the meridian and one would say that it was midday but he (the Holy Prophet) knew batter than them. He then again commanded and the Igama for the afternoon prayer was pronounced when the sun was high. He then commanded and Igama for the evening prayer was pronounced when the sun had sunk. He then commanded and Igama for the night prayer was pronounced when the twilight had disappeared. He then delayed the morning prayer on the next day (so much so) that after returning from it one would say that the sun had risen or it was about to rise. He then delayed the noon prayer till it was near the time of afternoon prayer (as it was observed yesterday). He then delayed the afternoon prayer till one after returning from it would say that the sun had become red. He then delayed the evening prayer till the twilight was about to disappear. He then delayed the night prayer till it was one-third of the night. He then called the inquirer in the morning and said:

The time for prayers is between these two (extremes).

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবূ মূসা আল- আশ'আরী (রাঃ)

🧕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন